দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
শেষ খণ্ড

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ৯

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ খণ্ড ১৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

শেষ খণ্ড

সম্পাদনা

ডেল এইচ খান

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
http://nalonda.com
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (শেষ খণ্ড)	ডেল এইচ খান সম্পাদিত
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	কাজী সার্জিল হাসান
স্বত্ব	ডেল এইচ খান
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
পাঠাগার সংস্করণ	৬০০.০০ টাকা
নালন্দা পেপার ব্যাক মূল্য	৪৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারতে পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Del H Khan
The Sceond World War (Last Part)	Edited By Del H Khan
Cover Design	Kayi Seryill Hasan
First Published	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabayar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Library Edition	600.00 Tk only
Nalonda Paperback Price	450.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-6-6
E-mail	nalonda71@gmail.com

সম্পাদকীয়

তরুণ আর স্মার্ট পাঠকদের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধা আর প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা সত্য ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই সংকলন। ছয় বছরব্যাপী সংঘটিত এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে গল্পগুলো ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। সামরিক ইতিহাসের ভক্তদের কথা মাথায় রেখে গল্পগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করতে অধিকাংশ গল্পের শেষে থাকছে পাদটীকা, যেখানে গল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযানটির একটি সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে শুরুতেই এই বইটি দুই খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সম্পাদক হিসেবে, আমি এই বইয়ের সম্মানিত অনুবাদকদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। কারণ যেকোনো ঐতিহাসিক লেখা অনুবাদ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বিশদ বিবরণ এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার প্রতি মনোযোগ রেখে গল্পগুলো সঠিক এবং সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। তারা মূল গল্পগুলোর মর্মার্থ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি এই সত্য গল্পগুলোকে প্রাণবন্ত আর সুখপাঠ্য করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এই কাজটিকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই গল্পগুলো আগামী প্রজন্মের জন্য স্মরণীয় এবং সুখপাঠ্য হবে।

পরিশেষে, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে আগ্রহের জন্য এবং এই বইটি পড়ার জন্য পাঠকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আশা করি এই বইটি পাঠকদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এর প্রত্যক্ষদর্শীদের আবেগ ও অভিজ্ঞতা গভীরভাবে অনুধাবনের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (শেষ খণ্ড) পড়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি।

হ্যাপি রিডিং!
ডেল এইচ খান
ফেব্রুয়ারি ॥ ২০২৩ ॥ ঢাকা

সূচি

দ্য ওয়ান দ্যাট গট অ্যাওয়ে # ৯
ককলশেল হিরোজ # ৩৬
ফোরটি ডেইজ অভ হেল অন অ্যান আইসক্যাপ # ৪১
আই ওয়াজ অ্যা নাইট ক্লাব স্পাই # ৪৮
দ্য অ্যান্ড অব দ্য শার্নহোর্স্ট # ৫৪
দ্য ম্যান হু সেভড লন্ডন # ৬০
উইঙ্গেটস সার্কাস # ৬৩
দ্য কর্পস দ্যট হোয়াক্সড দ্য এক্সিস # ৭২
কনফিউশন ওয়াজ দেয়ার বিজনেস # ৭৮
জাপান'স লাস্ট সিক্রেট ওয়েপন—বেলুন্স # ৮৩
ব্যাটল অব ডি-ডে মাইনাস ওয়ান # ৮৮
দ্য নিউট্রাল ওয়ার ইন স্ক্যান্ডিনেভিয়া # ৯৩
দ্য লংগেস্ট ডে # ৯৬
দ্য আইডল অব স্যান ভিত্তরে # ১০০
দ্য রাডার স্ক্রিন দ্যাট টোল্ড লাইজ # ১০৫
আই ফেল ১৮০০০ ফিট উইদাউট অ্যা প্যারাশুট # ১১২
দ্য ডে বোম্বে ব্লিউ আপ # ১২১
হোয়াট রিয়েলি হ্যাপেন্ড টু রোমেল # ১২৭
ডেথ অন অ্যা ডিভাইন উইন্ড # ১৩২
দ্য ম্যান উইথ দ্য মিরাকুলাস হ্যান্ডস # ১৩৬
রয়্যাল এয়ারফোর্স বনাম ভি-টু # ১৭৪
দে কিডন্যাপড অ্যা জেনারেল # ১৭৮
দ্য গ্রেটেস্ট সি এয়ার ব্যাটেল ইন হিস্টরি # ১৮৪
জার্মানি ওয়াজ বোম্বড টু ডিফিট # ১৮৭
এডলফ হিটলার'স লাস্ট ডেইজ # ১৯৬
দ্য গ্রেট নাজি কাউন্টারফিট প্লট # ২০৩
ওয়াজ দিজ দ্য ডেডলিয়েস্ট মিস্টেক অব আওয়ার টাইম? # ২১১
নো হাই গ্রাউন্ড # ২১৫

লন্ডন : ১৯৪০

দ্য ওয়ান দ্যাট গট অ্যাওয়ে

কেনডাল বার্ট এবং জেমন লেসর

অনুবাদ : নাহিদ রহমান মাহফুজ

ইংল্যান্ডের ককফস্টার্স এয়ার ইন্টারোগেশন সেন্টার।

প্রহরীবেষ্টিত ওবারলিউটেন্যান্ট ফ্রাঞ্জ ভন ওয়েরাকে ইন্টারোগেশন সেন্টারের লম্বা করিডর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় অন্ধকার একটি ঘরে হাজির করা হলো তাকে। ঘরের একটিমাত্র রিডিং লাইট কিছুতেই সেই অন্ধকার দূর করতে পারছে না। আসবাব বলতে মেহগনি কাঠের একটি টেবিল আর দুই পাশে দুটি কাঠের চেয়ার। রিডিং লাইটের আলো মেহগনি কাঠের টেবিলটির ওপরে একটি নির্দিষ্ট জায়গাজুড়ে আলোকিত করে রেখেছে। সেই আলো-আঁধারির মাঝেই টেবিলের অপর পাশে রয়্যাল এয়ারফোর্সের একজন অফিসারকে বসে থাকতে দেখল ভন ওয়েরা। অফিসারটির মুখ চৌকা, দুই চোখের ওপর ঘন ভ্রু আর পাকানো গোঁফ।

"আমি স্কোয়াড্রন লিডার হকার্স," সহজ জার্মান ভাষায় নিজের পরিচয় দিয়ে ভন ওয়েরাকে বসতে বললেন তিনি। ভন ওয়েরা তাকে স্যালুট করার সময় টেবিলের গায়ে হেলান দেওয়া রুপার হাতলওয়ালা একটি ওয়াকিং স্টিক দেখতে পেল। ওয়াকিং স্টিকটি দেখে জার্মান দৈনিকে প্রকাশিত ব্রিটিশ অফিসারদের ব্যঙ্গ করা কার্টুনের কথা মনে পড়ে গেল তার।

"লেফটেন্যান্ট, আকাশে তেরোটি আর ভূমিতে অর্ধ ডজন ব্রিটিশ বিমান ধ্বংস করে দেওয়া— নিঃসন্দেহে তোমার অর্জন ঈর্ষা করার মতোই!" বক্তার কণ্ঠের ঠান্ডা উপহাস ঠিকই ধরতে পারল ভন ওয়েরা। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন 'মাইনর এইস' হিসেবে আমি তোমার মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন 'মেজর এইস' পাইলটের দেখা পেয়ে রীতিমতো শিহরিত!"

স্কোয়াড্রন লিডার হকার্সের ধীরগতির কথা বলার ধরনকে নকল করে ভন ওয়েরা বলল, "মাফ করবেন। রয়্যাল ফ্লাইং কোর-এর 'চিত্তাকর্ষক' ইতিহাস পড়ার সময় আমি আপনার কোনো গৌরবময় 'কীর্তিকলাপ' পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। যাহোক, আমার প্রশংসা করে আবার আশা করবেন না যে, আমি কোনো সামরিক গোপনীয় তথ্য আপনাকে বলে দেব।"

এর পরপরই বিদ্রুপের স্বরে ভন ওয়েরা বলল, "হের স্কোয়াড্রন লিডার! আপনিই তো সেই ব্যক্তি, যিনি আমাকে ভূপাতিত করেছিলেন, তাই না?"

হকার্স এর কোনো জবাব দিলেন না।

তাদের দীর্ঘ নীরবতা ভাঙতেই যেন আচমকা এয়ার রেইডের সাইরেন বেজে উঠল। একের পর এক সাইরেনের শব্দে গোটা লন্ডন শহর জুড়ে যেন নরক ভেঙে পড়েছে। ভন ওয়েরার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। অসংখ্য জার্মান বোম্বার তখন ইংল্যান্ডের আকাশে। দিনটি ছিল ১৯৪০-এর ০৭ই সেপ্টেম্বর, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জার্মানদের আকাশযুদ্ধ "ব্যাটেল অভ ব্রিটেন" তখন তুঙ্গে!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে রিডিং লাইটটি নিভিয়ে দিয়ে হকার্স তার ওয়াকিং স্টিক তুলে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। কানে তালা লাগানো সাইরেনের শব্দের মাঝেও ভন ওয়েরা ঘরের মেঝেতে তার পা টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ আলাদা করে শুনতে পেল। অস্বাভাবিক সে বুটের আওয়াজ শুনে ভন ওয়েরার মনে সন্দেহ জাগল; তার ইন্টারোগেটর কি তবে 'আর্টিফিশিয়াল' পা ব্যবহার করছেন?

"মাফ করবেন, হের স্কোয়াড্রন লিডার, আমি খুবই দুঃখিত, আপনার শারীরিক সমস্যার ব্যাপারে আমার আসলে কোনো ধারণাই ছিল না।"

হকার্স কোনো জবাব না দিয়ে রুমের ভারী পর্দা সরিয়ে অপলক দৃষ্টিতে লন্ডনের আকাশ জুড়ে চলতে থাকা তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সাইরেনের শব্দ কমতে থাকলে হকার্স টেবিল লাইটটি জ্বেলে ভন ওয়েরার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আচমকাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "লেফটেন্যান্ট! কে এখন তোমার 'সিম্বা'র খেয়াল রাখছে? তোমার সেই ব্যাচমেট, কী যেন নাম? সানি? তিন নম্বর ফাইটার উইং-এর, তাই না?"

নির্জলা বিস্ময়ে ভন ওয়েরা কিছুটা খাবি খেল!

দুইদিন আগে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হয়েছে সে। বন্দি হবার পর শুধুমাত্র নিজের নাম, পদবি আর সামরিক নম্বরটুকুই সে তাদের বলেছে। অথচ ব্রিটিশ এই ইন্টারোগেটর যে শুধুমাত্র তার ইউনিটের বৃত্তান্তই জেনে বসে আছেন তাই নয় বরং তার পোষা সিংহের বাচ্চা আর তার প্রিয় বন্ধুর ডাকনামটাও যে তার জানা!

২

পরের দুটো ঘণ্টা ধরে স্কোয়াড্রন লিডার হকার্স নিরলসভাবে জার্মান পাইলট ভন ওয়েরাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন।

"লেফটেন্যান্ট, তোমার অবিশ্বাস্য খ্যাতির জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই।" বলতে বলতে জার্মান রেডিওর একটি অনুষ্ঠানের লিখিত কপি ভন ওয়েরার সামনে রাখলেন হকার্স। সেখানে ভন ওয়েরার বীরত্বের কথা ফলাও করে লেখা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি সিঙ্গেল এয়ার মিশনে পাঁচটি হ্যারিকেন বিমান ভূপাতিত এবং আরও চারটি হ্যারিকেন ভূমিতে ধ্বংস করার বিরল কৃতিত্বের জন্য তাকে 'দা গ্রেটেস্ট ফাইটার এক্সপ্লোয়েট অভ দ্য ওয়ার' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

"লেফটেন্যান্ট 'ব্যারন' ভন ওয়েরা, 'দা রেড ডেভিল', 'দা টেরর অভ আরএএফ'" হকার্স সামনের দিকে ঝুঁকে ঠান্ডা স্বরে বন্দিকে উদ্দেশ করে বললেন, "তোমার যে কীর্তিগাথা গাওয়া হচ্ছে, এ ধরনের কোনো ঘটনাই যে বাস্তবে ঘটেনি তা আমি যেমন জানি, তুমিও তা ভালো করেই জানো।"

এরপর হকার্স এক এক করে ভন ওয়েরাকে নিয়ে রেডিও আর প্রেসে দেওয়া তথ্যগুলো যে কতটা ভিত্তিহীন তা বলে গেলেন। তার দাবি, একদিনে ব্রিটিশরা নয়টি হ্যারিকেন বিমান কখনই হারায়নি। হকার্সের দাবি শুনে ভন ওয়েরা নীরবে বসে রইল।

স্কোয়াড্রন লিডার হকার্স ভন ওয়েরার প্রতি তার সর্বশেষ তির নিক্ষেপ করলেন, "লেফটেন্যান্ট, এই ক্যাম্পের অন্য বন্দিরা যদি তোমার এই 'অভাবনীয় সাফল্যে'র সত্যিটা জানতে পারে, তাহলে কেমন হবে বলো তো? তোমার কি মনে হয় না, তুমি একটা চরম হাসির পাত্রে পরিণত হবে?"

ভন ওয়েরা হেসে বলল, "হের স্কোয়াড্রন লিডার! আপনি আমার ব্যাপারে 'নীরব' থাকার বদলে কী চাইবেন? গোপন সামরিক তথ্য? দুঃখিত। আপনি আমার জীবন দুর্বিষহ করার সব চেষ্টাই করতে পারেন। কিন্তু আমি নিজেকে কখনোই 'বিক্রি' করব না।"

সেদিনের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ করে হকার্স টেলিফোনে প্রহরীদের ভেতরে আসতে বললেন।

স্কোয়াড্রন লিডারের জিজ্ঞাসাবাদে ভন ওয়েরা মোটেই ভেঙে পড়েনি, বরং তার চোখে ছিল অদম্য প্রত্যয়। প্রহরীদের সাথে বের হবার সময় ভন ওয়েরা বিদ্রুপের হাসি দিয়ে হকার্সকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে গেল, "হের স্কোয়াড্রন লিডার! আগামী ছয় মাসের মধ্যেই আমি এই ক্যাম্প থেকে পালাচ্ছি। আপনি এর বিনিময়ে আমার সাথে দশ প্যাকেট সিগারেটের বাজি ধরতে পারেন।"

হকার্স তাতে কোনো আগ্রহই দেখালেন না।

৩

শুরু থেকেই ভন ওয়েরা জার্মান বিমানবাহিনী লুফতওয়াফের সাথে রয়েছে। ২৬ বছর বয়সি ভন ওয়েরা একগুঁয়ে, প্রাণোচ্ছল এবং তীব্র উচ্চাভিলাষী। নিজের বীরগাথা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যে সহজেই উঁচুস্তরে পৌঁছনো যায়, তা সে খুব দ্রুতই বুঝতে পেরেছিল। প্রশিক্ষণের সময় যুদ্ধবিমান নিয়ে ভয়ংকর ও নিষিদ্ধ ম্যানুভারগুলোই বেশি করে করত সে। কারণ একটু আক্রমণাত্মক আর উদ্ভাবনী ঝুঁকিপূর্ণ রণকৌশলই সবাইকে তাক লাগানোর জন্য যথেষ্ট আর এগুলোর মাধ্যমে দ্রুতই সকলের চোখে পড়া যায়। ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়া বা গার্লফ্রেন্ডের বাড়ির উপর দিয়ে বিমান নিয়ে যাওয়া ছিল তার নৈমিত্তিক কাজ। ভন ওয়েরার শখও ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। অন্যান্য পাইলটরা যেখানে কুকুর, শূকর বা বাজপাখি পালত, সেখানে ভন

ওয়েরার ছিল সিংহের ছানা। নিজের জৌলুসকে আরও বাড়ানোর জন্য নিজের নামের সাথে 'ব্যারন' উপাধিও যোগ করেছিল সে।

যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশে যখন 'এইস পাইলট' নির্ধারণের সময় এলো, তার আগেই ভন ওয়েরা আটটি ভেরিফাইড যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল। তার এই সংখ্যা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। পোলিশ, নরওয়াজিয়ান, ডাচ বা বেলজিয়াম বিমানকে যত সহজে পরাভূত করা যেত, ফ্রেঞ্চ বিমানের ক্ষেত্রে বিষয়টা অত সহজ ছিল না। নাজি পাইলটদের মাঝে আরএএফ বিমান ধ্বংস করতে পারাটা ছিল সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয়।

নয়টি হ্যারিকেন বিমান ধ্বংস করার ভন ওয়েরার নিজস্ব দাবিটি ছিল সবার ওপরে। জার্মান কর্তৃপক্ষ তার দাবির সপক্ষে যথাযথ জোরালো কোনো সাক্ষী না পাওয়ায় নয়টি হ্যারিকেনের জায়গায় পাঁচটি ঘোষণা করে তাকে 'নাইট ক্রস' উপাধিতে ভূষিত করে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, এই উপাধি গ্রহণের আগেই, তার দশম মিশনে ব্রিটেনে তাকে শট ডাউন করা হয়।

উদ্ধত আর অহংকারী হলেও ভন ওয়েরা দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে ছিল সদাজাগ্রত। নাজি বিমানবাহিনীর কমান্ডাররা অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী ছিল। এ কারণেই সফলতার বিপরীতে, নিজেদের বিমানও যে ভূপাতিত হয়ে জার্মান পাইলটরা শত্রুদের হাতে ধরা পড়ছিল, সে বিষয়ে তাদের বিশেষ কোনো নজর ছিল না। শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়লে করণীয় সম্পর্কে কোনো নিরাপত্তা ব্রিফিংই তাদের দেওয়া হতো না। ভূপাতিত এই পাইলটরা ব্রিটিশ ইন্টালিজেন্সের জন্য শাপে বর হিসেবে ধরা দিতে লাগল। জার্মান পাইলটদের কাছ থেকে প্রায় সময়ই যা পাওয়া যেত, তার মাঝে ছিল গোপনীয় ডকুমেন্ট, ম্যাপ, জনবলের পরিসংখ্যান, কারিগরি তথ্য, ডায়েরি, বাস/সিনেমার টিকিট, দোকানের বিলের কপি, ইত্যাদি। এই জিনিসসমূহ থেকে জার্মান বিভিন্ন ইউনিটের লোকেশনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্রিটিশরা খুব সহজেই পেয়ে যেত। কিন্তু ভন ওয়েরা তার বিমান ক্রাশের পরপরই নিজের সাথের সকল কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিল।

ব্রিটিশদের প্রতি জার্মান রাজনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে 'ব্রিটিশরা স্টুপিড'। ভন ওয়েরা তার প্রথম ইন্টারোগেশনের পর জার্মান রাজনীতিবিদদের এই ধারণা কতটা সত্য, তা সে বুঝতে পেরেছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লাল চুলো শান্ত গোছের এক ক্যাপ্টেন বন্দি শিবিরে এসে বন্দিদের মাঝে সিগারেট বিলি করল। বন্দিদের সাথে সে অনেকক্ষণ আলাপ করলেও তার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জার্মান রাজনীতি, নাজি মতবাদ আর জার্মান বসতি বিস্তৃতির পরিকল্পনা। সামরিক কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি দেখে ভন ওয়েরা খুশি মনে সেই ক্যাপ্টেনের সাথে বিস্তারিত আলাপ জমিয়েছিল। ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন চতুরতার সাথে তার গল্প করার ভিতর দিয়েই যে পরবর্তী

ইন্টারোগেশনের টেকনিকগুলো সেট করেছিল তা ভন ওয়েরা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিল।

স্কোয়াড্রন লিডার হকার্স ছিল ভন ওয়েরার দ্বিতীয় ইন্টারোগেটর। প্রথম জন হতে কঠোরতর এই ইন্টারোগেটরের সাথে সেশন শেষ হবার পর ভন ওয়েরা বুঝতে পারল, ব্রিটিশ ইন্টালিজেন্সের তৎপরতা এত সহজেই শেষ হবে না। পরবর্তী কয়েকটি দিন প্রায় আধ ডজন জার্মানভাষী ব্রিটিশ অফিসার একক এবং দলগতভাবে, দিনে-রাতের বিভিন্ন সময়ে ভন ওয়েরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাদের একেক জনের পদ্ধতি ছিল একেক রকমের।

ব্রিটিশ ইন্টারোগেটররা ভন ওয়েরাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করারও চেষ্টা চালায়। এমনও শুনতে পাওয়া যায়, ভন ওয়েরাকে বেসামরিক পোশাকে এস্কর্ট করে ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট অ্যান্ড-এ ভ্রমণের অফার দেওয়া হয়েছিল। তাদের অন্যান্য অফারের মাঝে ছিল ডিনার, বিভিন্ন শো আর নাইট ক্লাবে প্রবেশের সুযোগ। ভন ওয়েরার আরেকটি ইন্টারোগেশনে ইন্টারোগেটররা তাকে হুইস্কির বোতল আর সিগারেটের প্যাকেট সেধে খুবই বন্ধুত্বভাবাপন্ন চিত্তে ফ্লাইং-এর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

এত কিছু করার পরও কোনো ফলপ্রসূ অর্জন না থাকায়, ব্রিটিশ ইন্টালিজেন্স নতুন পন্থা অবলম্বন করল। তারা ভন ওয়েরাকে কয়েকদিন একটি রুমে একলা বন্দি করে রাখল। তারপর তাকে থাকতে দেওয়া হলো তারই আরেক ইউনিট অফিসারের সাথে। লেফটেন্যান্ট কার্ল ওয়েস্টারহফ ছিল ভন ওয়েরার খুব ঘনিষ্ঠ একজন পাইলট। প্রথম দর্শনেই উষ্ম শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরপরই ওয়েস্টারহফ তার বন্ধুকে অতি-উচ্ছ্বাসে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলল। ভন ওয়েরা রুমের চতুর্দিকে চোখ বুলাতে বুলাতে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। হঠাৎ করে ওয়েস্টারহফকে অন্ধকার এক কোণায় নিয়ে তার কাঁধে চড়ে ভন ওয়েরা রুমের ভেন্টিলেটরে কী যেন খুঁজল। ওয়েস্টারহফের কানে কানে বলল, "ওখানেই আছে! আমি একটা কালো ডিভাইস আর তার দেখতে পেয়েছি ওখানে। ওরা আমাদের কথাবার্তা শুনতে চাইছে। চলো জানালার কাছে যেয়ে কথা বলি, ওটাই আমাদের জন্য নিরাপদ।"

সন্ধ্যায় যখন রুমে বাতি জ্বালানো হলো, তখন মাইক্রোফোনের বিষয়টি আরও নিশ্চিত করা গেল। তখন থেকেই তাদের সকল কথাবার্তা জানালার কাছে গিয়ে চলতে থাকল।

তিন দিন পর এক সকালে ঘুম থেকে উঠে কী যেন মনে পড়াতে বিছানাতেই কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে রইল ভন ওয়েরা। "ওহো ঈশ্বর! আমি এত বোকা কেন?"

একটি রুমে ভ্যান্টিলেটরের মাঝে মাইক্রোফোন থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং ব্রিটিশরা এটা রেখেছিল এমনভাবে, যেন তা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ককফস্টার্সের অন্য রুমগুলো, যেগুলোতে ভন ওয়েরা ছিল, তার প্রতিটিরই জানালা সিল করা ছিল, কোনোভাবেই খোলা যেত না। এই রুমের একমাত্র জানালা খোলা থাকাটা ছিল নিতান্তই ফাঁদ। কোনো সন্দেহই নেই যে এর কার্নিশের নিচে মাইক্রোফোন লুকানো রয়েছে।

ভন ওয়েরা জানালার কাছে ঝুঁকে গিয়ে বলল, "হ্যালো! আরএএফ ইন্টালিজেন্স! লেফটেন্যান্ট ভন ওয়েরা কলিং! আমার রুমের জানালার নিচের মাইক্রোফোনটি খুঁজছিলাম। জানালার বাম পাশের ফাঁপা বোর্ডে আওয়াজ দিচ্ছি আমি; তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? লেফটেন্যান্ট ভন ওয়েরা কলিং! হ্যালো, হ্যালো, টেস্টিং..."

সেই সকালেই ভন ওয়েরা আর ওয়েস্টারহফকে ভিন্ন রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পরবর্তী তিন সপ্তাহ ধরে একটানা ভন ওয়েরার জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকল। এর মাঝে সে জ্ঞাতসারে কোনো প্রকারের সামরিক তথ্য তার ইন্টারোগেটরদের প্রদান করেনি। কিন্তু বন্দি হওয়ার প্রথম থেকেই ইন্টারোগেটরদের কার্যকলাপ হতে, ব্রিটিশ ইন্টালিজেন্সের ইন্টারোগেশন সিস্টেমের সম্পূর্ণ একটা চিত্র পেয়ে গেল ভন ওয়েরা। কোনো কিছু না বলে বা জিজ্ঞেস করেও যে অনেক কিছু জানতে পারা যায়, এতেই সে অনেক আপ্লুত ছিল। ব্রিটিশ ইন্টালিজেন্সের কৌশলগুলো তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এ সম্পর্কে ভন ওয়েরার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে জার্মান বিমানবাহিনী ও জার্মান ইন্টালিজেন্সের অনেক নীতি পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল।

৪

এরপর আইরিস সি থেকে তিন মাইল দূরে মুরল্যান্ড কাউন্টিতে অবস্থিত গ্রিজডেল হল-এর বন্দিশালায় ভন ওয়েরাকে পাঠানো হলো। চল্লিশ রুমের এই ভগ্নদশার বন্দিশালাটি চতুর্দিক থেকে প্রহরী পরিবেষ্টিত ছিল। জার্মান ইউ বোট কমান্ডার ক্যাপিটানলিউটন্যান্ট (জার্মান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট) ওয়ারেন লট-কে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তিনি পালানোর চেষ্টা করলেও এই বন্দিশালার প্রথম স্তরের কাঁটাতারের বেড়াই পার হতে পারেননি।

জার্মান যুদ্ধবন্দিদের অনেকেই মনে-প্রাণে পালানোর চিন্তা করলেও, বেশির ভাগেরই ধারণা ছিল নাজি বাহিনী খুব শিগগিরই ব্রিটেন দখল কওে নেবে আর তারা তাদের আরাধ্য মুক্তি পাবে। ভন ওয়েরার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে বছরের বড়দিনের আগেই জার্মানরা ব্রিটেন দখল কওে নেবে। অপরদিকে, ব্রিটিশ ডিফেন্স সিস্টেমের ক্যামোফ্লাজ পিলবক্স, ব্লক হাউস, অ্যান্টি ট্যাংক ডিচ আর মাঠের মাঝে লম্বা পোল বসিয়ে গ্লাইডারদের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে দেখে ভন ওয়েরা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ঐ একই সময়ে, ব্রিটিশদের হাতে শুধুমাত্র তার ইউনিটেরই ১৫ জন পাইলট বন্দি ছিল।

গ্রিজডেল হলে পৌঁছনোর দশ দিনের মাথাতেই ভন ওয়েরা তার পলায়ন পরিকল্পনা করে ফেলল। ক্যাম্পের জার্মান বন্দিদের মাঝে সিনিয়র অফিসার ছিলেন মেজর ওইলিবাল্ড ফানেলসা। তিনি আরও তিনজন জ্যেষ্ঠ অফিসারসহ ভন ওয়েরার পরিকল্পনা শুনলেন। তবে এই ক্যাম্প থেকে পালানোর ইতঃপূর্বের সকল চেষ্টা বৃথা হওয়ায়, তারা ভন ওয়েরার পরিকল্পনায় খুব একটা ভরসা করতে পারলেন না।

ক্যাম্পের বন্দিদের মধ্যে থেকে ২৪ জনকে প্রতি এক দিন পরপর ক্যাম্পের বাইরে হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া হতো। এই দলের সামনে ও পেছনে চারজন সশস্ত্র প্রহরী থাকত। বন্দিদের হাঁটার সময় একজন সার্জেন্ট সর্বদাই ঘোড়ার পিঠে সামনে-পেছনে টহল দিত আর সম্পূর্ণ দলের ইনচার্জ হিসেবে একজন ব্রিটিশ অফিসার বন্দিদের সাথেই পায়ে হেঁটে চলতেন। ক্যাম্পের সামনের রাস্তার উত্তর বা দক্ষিণ দিকের যেকোনো এক দিকে তিন কিলোমিটার যাবার পর বন্দিদের দশ মিনিটের একটি বিরতি দিয়ে আবার একই রাস্তায় ফেরত নিয়ে আসা হতো ক্যাম্পে।

ভন ওয়েরা উত্তর এবং দক্ষিণ— দুই দিকেরই যাত্রা বিরতির স্থানগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল। উত্তর দিকের রাস্তায় যে স্থানে যাত্রা বিরতি দেওয়া হতো সেই রাস্তার পাশে কাঁটাতার এবং তার পরে বিস্তৃত খোলা মাঠ ছিল। রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি সীমার মাঝে আড়াল নেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। দক্ষিণ দিকের রাস্তায় যাত্রা বিরতি দেওয়া হতো পাথরের একটি দেয়ালের পাশে। ভন ওয়েরার পরিকল্পনা মোতাবেক, বন্দিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে, এক অংশ যখন দায়িত্বরত প্রহরীদের আলোচনায় ব্যস্ত রাখবে তখন অন্য অংশ যদি তাকে কাভার দিতে পারে, তবে অনায়াসেই দেয়াল টপকে অন্য পাশে চলে যাওয়া সহজ হবে। অল্প কিছু সময় পেলেই দেয়াল পার হয়ে রাস্তার বাঁকে জংগলে পৌঁছে যাওয়া যাবে। জংগলের পথ ধরে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে খোলা কোনো নৌকার সহায়তায় মুক্তির পরিকল্পনা ভন ওয়েরার।

মেজর ফনেলসা, "এই পর্যন্ত করা পরিকল্পনাসমূহের মাঝে এইটি-ই সেরা"— এই মন্তব্যে ভন ওয়েরার পলায়ন পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিলেন। পলায়ন 'কাউন্সিল'-এর বাকি সদস্যরা একটা হাতে আঁকা ম্যাপ আর গরম কাপড় জোগাড় করে দিল। ভন ওয়েরা তার নিজের খাবার থেকে চকলেট জমিয়েছিল আর কৌশলে তিন শিলংও জোগাড় করেছিল। দুই দিন পরেই ধার্য করা হয়েছিল পলায়নের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

৫

ক্যাম্পের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে বন্দিদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দোহাই দিয়ে মেজর ফানেলসা বন্দিদের হাঁটতে বের হবার সময় সকাল ১০:৩০-এর পরিবর্তে দুপুর ২টায় করার অনুরোধ জানান ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট

বরাবর। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ভন ওয়েরা যেন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে পালাতে পারে। প্রস্তাব অনুযায়ী দুপুরে হাঁটতে বের হবার পর ক্যাম্পের গেটের কাছে পৌঁছানোর পর বন্দিদের মাঝে একজন সকলকে দক্ষিণ দিকে যাবার আদেশ প্রদান করে। বন্দিদের মাঝে শঙ্কা ছিল, যদি তাদেরকে উত্তর দিকে যাবার আদেশ দেওয়া হয় তবে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। বন্দিদের দক্ষিণে যাবার আদেশের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসারের ধারণা ছিল— এটি ঘোড়সওয়ার সার্জেন্টের, অপরদিকে সার্জেন্টের ধারণা ছিল— দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশ।

মাঝ রাস্তায় স্বভাবসিদ্ধ বিরতির সময় রাস্তার এক পাশে প্রহরীরা অবস্থান নিল, বন্দিরা অপর পাশের পাথরের দেয়ালের কাছে জটলা বেধে গল্প করতে থাকল। বিরতির স্থানের কাছে সবজি বহনকারী একটি ভ্যান বন্দিদের মাঝে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সবজিওয়ালার এই ভ্যান-ই সাপে বর হয়ে দাঁড়াল। প্রহরীরা যখন নিজেদের জন্য আপেল কিনতে ব্যস্ত তখন ঘোড়সওয়ার সার্জেন্টও তার ঘোড়াকে আপেল খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সবজিওয়ালার ভ্যান চলে গেলে ভন ওয়েরা বন্দিদের মাঝে যারা লম্বা তাদের পেছনে অবস্থান নিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর ফানেলসা আজকের এই হাঁটার দলে এই সকল 'লম্বা' বন্দিদেরকে রেখেছিলেন। প্রহরীরা যখন নিজেদের মাঝে গল্পে মশগুল তখন 'লম্বা' বন্দিদের একজন কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভন ওয়েরাকে সংকেত দিল। সে তখন পাথরের দেয়ালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে প্রায় নিঃশব্দে অপর পাশের মাঠে পতিত হলো।

যাত্রা বিরতির পর বন্দিরা আবার সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে সার্জেন্ট সকলকে মার্চের আদেশ প্রদান করল। অপরদিকে প্রায় আধা মাইল দূরে খোলা মাঠের মাঝে থেকে ভন ওয়েরাকে পালাতে দেখে দুই মহিলা চিৎকার করে হাত নেড়ে প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। দ্রুততার সাথে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বন্দিদের মাঝে একজন মহিলাদের দিকে এমনভাবে হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার শুরু করল, যেন তাদের হাত নাড়ানোরই প্রত্যুত্তর দিচ্ছে সে। তার দেখাদেখি বাকি বন্দিরাও একই কাজ করল। ঘোড়সওয়ার সার্জেন্ট বা অন্য প্রহরীরা সেই সময় মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না।

৩০০ মিটার যাবার পর, জার্মান বন্দিরা তাদের পূর্ব নির্ধারিত দুইটি গানের মাঝে একটি গান সমস্বরে গাওয়া শুরু করল। গানের আওয়াজ শুনে ভন ওয়েরা যখন বুঝল যে, ব্রিটিশরা বন্দিদের নিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে চলে গিয়েছে, তখন সে রাস্তার পাশ থেকে উঠে মাঠের মাঝখানে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলার দিকে হাত নাড়িয়ে পাশের ঘন বনে ঢুকে পড়ল।